৩য় পাঠ

নেতারা বৃদ্ধিলাভ করেন এবং অন্যদের বৃদ্ধিলাভে সাহায্য করেন

পাষ্টর মিনুসান দরজা খুলতে যাবার আগে মনে মনে একটু প্রার্থনা করে নিলেন। হ্যাগোপের আজ তার সাথে দেখা করার কথা আছে। তার সহকারী হিসাবে কাজ করবার জন্য তিনি হ্যাগোপকে অনুরোধ করবেন বলে মনে মনে ঠিক করেছেন। তিনি প্রার্থনা করছিলেন কারণ তার নিজের পরিচর্যা কাজ ও যুবক হ্যাগোপের জীবনের জন্য এই পদক্ষেপ খুবই তাৎপর্য বহন করছিল। তারা দু'জনেই যেন এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এ জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন।

মণ্ডলী বৃদ্ধি লাভ করছিল এবং পাষ্টর মিনুসানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তার মনে যে সমস্যাটি ঘুরপাক্ খাচ্ছিলো তা হোল ঃ অন্যান্য অনেক বিশ্বাসীর তুলনায় হ্যাগোপ একেবারেই নতুন বিশ্বাসী। তার বাবা-মা বিশ্বাসী নয়। তার বয়স খুব বেশী না এবং অনেক সময় অতিশয় উদ্যোগী হয়ে সে বিভিন্ন ধরনের নতুন পরিকল্পনা লোকদের কাছে উপস্থিত করে ফেলে। মাণ্ডলীক ঐতিহ্য ও এর আচার আচরণগত বৈশিষ্ট সম্পর্কেও তার সম্পূর্ণ জানা নাই।

কিন্তু হ্যাগোপের জীবনে পাষ্টর মিনুসান অনাগত ভবিষ্যৎ এর এক সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। এই যুবকটি তার নিজের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান সম্পর্কে যে উপলব্ধি লাভ করেছিল সে বিষয়ে তিনি নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন। মণ্ডলীর বর্তমান প্রয়োজনীয় কিছু

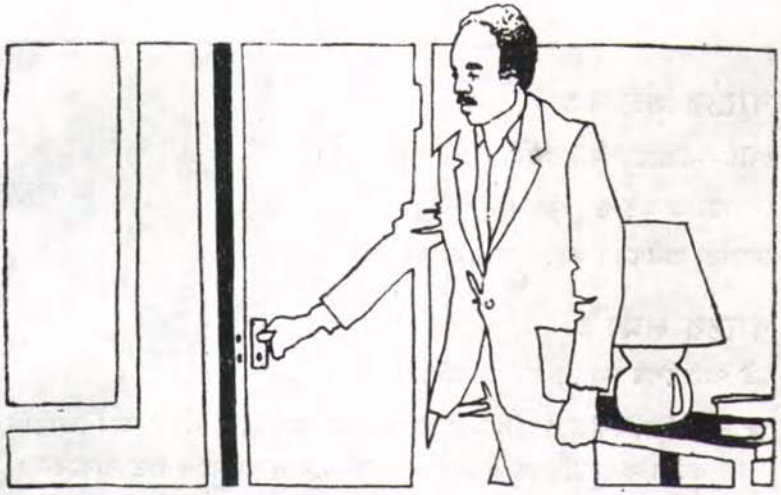

"সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের সাহায্য কর..."

কাজও যে সে সম্পন্ন করতে পারবে সে বিষয়েও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিল, বিশ্বস্তভাবে সমস্ত কাজ করতো এবং বাইবেলের একজন আগ্রহী ছাত্র ছিল।

এতসব সত্বেও মণ্ডলীর কিছু লোক তাকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেনি। এই দায়িত্বের তুলনায় তার বয়স হয়তো কম হতে পারে। প্রাচীন বিশ্বাসীদের দৃষ্টিভংগি থেকে তার দৃষ্টিভংগির হয়তো খুব বেশী পার্থক্য হতে পারে। দরজা খুলতে খুলতে তাই পাষ্টর মিনুসান প্রার্থনা করলেন, "হে প্রভু, দয়া করে আমাদের ঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করো। তোমার পরিকল্পনা ও তোমার লোকদের জন্য যা সবচেয়ে উপযুক্ত তাই করতে আমাদের সাহায্য করো।"

পাষ্টর মিনুসানকে আমরা যে অবস্থার মধ্যে দেখতে পাই তা সত্যই জটিল এবং নেতৃত্বদান সম্পর্কে আমাদের আলোচনায় যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মণ্ডলীর স্থায়ীত্ব বিধানে এবং এর উন্নতিকল্পে ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিষয় আমরা এর মধ্যে লক্ষ্য করি। এই পাঠে আমরা এমন কতগুলি শাস্ত্রীয় উদাহরণ ও শিক্ষা লক্ষ্য করবো যেগুলি আমাদের এই বিষয় বুঝতে সাহায্য করবে। এছাড়াও খ্রীষ্টিয় নেতা হিসাবে আমাদের পরিপক্কতা ও উন্নতির বিষয়ে আমরা আরো বেশী জানতে পারবো।

পাঠের খসড়া ঃ

পৌল—ঈশ্বরের পরিকল্পনায় একজন নেতা।

নেতারা আহুত ও গঠিত।

নেতারা অন্যদের গঠনে সাহায্য করেন।

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি ঃ

★ বার্ণবা, পৌল ও তীমথিয়ের জীবনে নেতৃত্বের নীতি বা শিক্ষাগুলি বর্ণনা করতে, সেগুলি চিন্‌তে ও জীবনে ব্যবহার করতে পারবেন।

★ নেতারা আহুত ও গঠিত এই কথাটি দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ খ্রীষ্টিয় কার্য্যকারী ও নেতা হিসাবে অন্যান্যদের গড়ে তুলতে সাহায্যকারী কিছু পদ্ধতি বর্ণনা করতে ও সেগুলি প্রয়োগ করতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। ১ম ও ২ তীমথিয় মনোযোগ সহকারে পড়ুন। বই দু'টির মধ্যেকার বিষয়গুলি আপনার জানা থাকলেও, পুনরায় সম্পূর্ণরূপে এগুলি পড়ুন। এই পাঠের বিষয়-বস্তু বুঝতে এবং তা উপভোগ করতে এর প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়াও প্রেরিত ১৯ অধ্যায় পাঠ করুন।

২। পাঠের ভূমিকা, খসড়া ও লক্ষ্যগুলি পাঠ করুন। তারপর আগের মত পাঠের বিস্তারিত বিবরণ অধ্যয়ন করুন। পাঠ শেষ করবার পর পাঠের শেষের পরীক্ষাটি দিন এবং আপনার উত্তর বইয়ে দেওয়া উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন।

৩। প্রথম খণ্ড (১-৩ পাঠ) আরেক বার দেখে নিয়ে ১ম খণ্ডের ছাত্র রিপোর্ট পূরণ করুন এবং তা আপনার শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দিন।

মূল-শব্দাবলী ঃ

অদ্বিতীয়	সামগ্রিক	বৃত্তি	সাফল্য
পদক্ষেপ	উপলব্ধি	মৌলিক	অনিন্দনীয়
সমষ্টিগত	দ্বার্থহীন	অতিলৌকিক	মনঃস্তত্ত্ব
মূলনীতি	কাঠামো	একচোখা	অকৃতকার্য

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

পৌল—ঈশ্বরের পরিকল্পনার একজন নেতা ঃ

নেতৃত্বদানের নীতিগুলি চিন্‌তে পারা ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ বার্ণবা ও পৌলের সম্পর্কের মধ্যে নেতৃত্বদানের নীতিগুলি চিন্‌তে পারা।

"ঈশ্বর পৌলের মধ্য দিয়ে খুব আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ করতে লাগলেন" (প্রেরিত ১৯ ঃ ১১)। পৌল ঈশ্বরের একজন বিশেষ দাস ছিলেন, বিশেষভাবে তাকে মনোনীত ও পবিত্র আত্মার দ্বারা ক্ষমতাযুক্ত করা হয়েছিল। তার জীবনের সমস্ত আশ্চর্য ঘটনাগুলি, যেগুলি আমরা অলৌকিক্ ঘটনা বলে স্বীকার করি ঠিক সেগুলির মতই ছিল তার মনোনয়ন। তিনি মনোনীত হয়েছিলেন ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় স্থান লাভ ও মণ্ডলীর সংগঠনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার এক বিশেষ উদ্দেশ্যে। মানবিক নেতৃত্বদানের উপায়টির মাধ্যমে ঈশ্বর যে অদ্ভুত কাজ করেন পৌলের মধ্যে আমরা তার এক চমৎকার উদাহরণ লক্ষ্য করি।

বাইবেলে আমরা প্রথম যখন পৌলকে লক্ষ্য করি (তখন তাকে শৌল বলে ডাকা হোত), তখনই আমরা তাকে এমন ধরনের লোক হিসাবে দেখতে পাই যিনি অন্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। তার নির্দিষ্ট চিন্তাধারা ও লক্ষ্য ছিল। তার উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য তিনি কঠিন পরিশ্রম করতেও রাজী ছিলেন। তিনি সাহসের সাথে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি

সমর্থন সংগঠন করেছিলেন। প্রকৃত নেতাদের মধ্যে লোকেরা যে গুণ ও যোগ্যতাবলী আকাংখা করে তার সবই আমরা তার মধ্যে দেখতে পাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় হোল যে এর সবই তিনি যীশুর কাজের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন (প্রেরিত ৭ঃ৫৭-৮ঃ৩ এবং ৯ঃ২)। একটা বিরাট যুদ্ধ জাহাজের গায়ে একটা মাটির ঢেলা যেমন কোনই আচড় কাটতে পারেনা ঠিক তেমনি শৌলের এই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত ক্ষমতা ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারেনি।

আসুন আমরা আমাদের মূল বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করি এবং মণ্ডলীর সংগঠনে ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় পরিকল্পনার বিষয় আলোচনা করি। পৃথিবীতে অবস্থানকালে যীশু অনেক অলৌকিক্ কাজ করেছিলেন। তার সবচেয়ে বড় কাজ ছিল মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ। এর পরেই তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল সেই নেতাদের মনোনীত করা ও শিক্ষা দেওয়া যারা তার স্বর্গারোহণের পর তার কাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি শিষ্যদের আহ্বান করেছিলেন এবং তাদের গড়ে তুলেছিলেন। তারপর তিনি তাদের সেই চূড়ান্ত নির্দেশ দান করেছিলেন যা পরবর্তীকালের সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানের জন্যও চূড়ান্ত নির্দেশ বলে মান্য করা হবে। "যাও প্রচার করো এবং শিক্ষা দেও।" শিষ্যরা যীশুর নির্দেশ পালন করেছিল এবং এই অল্প সংখ্যক প্রথম খ্রীষ্টিয়ান নেতারা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে অনেককে যীশুর কাছে এনেছিলেন। আগামী দিনগুলির জন্য এভাবেই তিনি মণ্ডলীর গোড়াপত্তন করে দিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রথম মণ্ডলীর কাজ ছিল বিভিন্ন ধরনের এবং তার পরিমানও ছিল প্রচুর। তাদের সম্পর্কে শাস্ত্রে যে আমরা শুধু আত্মিক কার্যাবলীর (যেমন প্রচার ও আরোগ্যদান) বিবরণ পাই তা নয়, কিন্তু সংগঠন, নীতি-নির্ধারণ এবং কার্যকারীদের মনোনয়ন ও তাদের শিক্ষাদানও তাদের করতে হোত। মণ্ডলীর এই নানান ধরনের কাজে সাহায্যকারী নেতাদের একজন হলেন বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান বার্ণবা। কোন্ প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে সে বিষয়ে তিনি অন্যান্যদের সাথে একত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। নূতন বিশ্বাসীদের খ্রীষ্টিয় সত্য শিক্ষাদান,

দরিদ্রদের সাহায্য এবং শাখা মণ্ডলীগুলিকে সংগঠন প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এর প্রত্যেকটি কাজের জন্য প্রাচীনরা সেই ধরনের যোগ্য লোকদের নিয়োগ করতেন যাদের উপযুক্ত ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ছিল।

মণ্ডলীর অনেকগুলি প্রয়োজনের মধ্যে একটি খুবই অবহেলিত হচ্ছিল। এটি ছিল পরজাতীয়দের প্রতি পরিচর্যা। এই পরিচর্যার কাজ কাউকেই তেমন যোগ্য বলে মনে হচ্ছিল না। শিষ্যরা তাদের নিজেদের লোক অর্থাৎ যিহূদীদের প্রয়োজন ও তাদের সমস্যার বিষয় খুব ভালভাবেই বুঝতো। কিন্তু পরজাতীয়দের প্রতিও যে তাদের পরিচর্যার প্রয়োজন রয়েছে এ বিষয় তারা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেনি।

কিন্তু আমরা জানি, ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় পরিকল্পনা হোল সমস্ত জাতি ও সমাজের লোকদের মধ্যে পরিত্রাণ দান করা। আর যখন কোন পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করবার প্রয়োজন হয় তখন ঈশ্বর কি করে থাকেন? হ্যাঁ, তিনি তার মনোনীত লোকদের আহ্বান করেন, তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দান করেন এবং তাঁর লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের পরিচালনা দান করেন।

ঈশ্বরের এই পরিকল্পনার একেবারে উপযুক্ত লোক ছিলেন পৌল। সমস্ত জ্ঞান, দক্ষতা এবং দান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে এবং পৌলের প্রকৃত পরিবর্তন এবং আহ্বানের আগেই ঈশ্বর তার মধ্যে উপযুক্ত জ্ঞান ও যোগ্যতা দেখতে পেয়েছিলেন। পৌলের জীবন ঈশ্বর অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে পরিবর্তন করেছিলেন যেন মণ্ডলীর নেতারা এবং তিনি নিজে তার জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে সামগ্রিক ভাবে বুঝতে পারেন। প্রেরিত ৯ঃ ১৫ পদে লেখা আছে, "তুমি যাও, কারণ অ-যিহূদীদের ও তাদের রাজাদের এবং ইস্রায়েলীয়দের কাছে আমার সম্বন্ধে প্রচার করবার জন্য আমি এই লোককেই বেছে নিয়েছি।"

আমরা লক্ষ্য করি যে, ঈশ্বর প্রথমে স্বর্গ থেকে একটি স্বরের মাধ্যমে পৌলের (শৌল) সাথে কথা বলেছিলেন। (এখন প্রেরিত ৯ঃ ১-৬ পদ পড়ুন।) এরপর থেকে পৌলকে তার নূতন আহ্বানে সাহায্য করবার জন্য ঈশ্বর অন্যান্য লোকদের মাধ্যমেই

কথা বলেছেন। যাদের সাথে কাজ করবার জন্য পৌলকে আহ্বান করা হয়েছিল, তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও সন্দেহের মধ্যে দিয়ে তিনি তাকে যেতে দিয়েছিলেন। খ্রীষ্ট ধর্মের এক ঘোর শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার ফলে যিরূশালেমের শিষ্যরা তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

এখন আসুন আমরা বার্ণবার কথা স্মরণ করি। (প্রেরিত ৯ঃ ২৬-২৮ পদ পড়ুন।) ঈশ্বর তাকে নেতৃত্বের গুণাবলী দান করেছিলেন এবং বিশ্বাসীদের শ্রদ্ধা ও আস্থা তিনি লাভ করেছিলেন। অন্যদের সাহায্য করবার জন্য তার এই অধিকার ব্যবহার করতে তিনি কখনও দ্বিধা করেন নি। একজন প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানের মত দৃঢ়তা ও সহানুভূতি দেখিয়ে বার্ণবা পৌলের একজন বন্ধু ও সাহায্যকারী হয়ে উঠেছিলেন।

"এই কি সেই লোক না, যে খ্রীষ্টিয়ানদের জেলখানায় পাঠাতো?" উত্তেজিত শিষ্যরা জানতে চাইলেন। আমরা কিভাবে এই লোককে বিশ্বাস করতে পারি? কিন্তু বার্ণবা পৌলকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তার আশ্চর্য আহ্বানের কথা বললেন। পৌলকে তিনি সবদিক দিয়ে সমর্থন দিলেন এবং মণ্ডলীতে তার নতুন দায়িত্বের সাথে পরিচিত হতে তাকে সাহায্য করলেন। পৌলের পরিচর্যা কাজের শুরুতে এই ধরনের বন্ধুত্ব ও সাহায্য খুবই উপকারী হয়েছিল।

১। বার্ণবা সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন? তার কার্যাবলীর মধ্যে নেতৃত্বের যে গুণাবলী গুলি প্রকাশিত হয়েছে তার অন্ততঃ চারটি উল্লেখ করুন। (প্রথম পাঠে দেওয়া তালিকা এক্ষেত্রে আপনি লক্ষ্য করতে পারেন।)

.....

.....

.....

.....

২। নীচের সঠিক উক্তিটি চিহ্নিত করুন ঃ ঈশ্বর বার্ণবা ও পৌল দুই জনকেই নেতার স্থান দিয়েছিলেন কারণ ঃ

ক) পৌল অপেক্ষাকৃত ভাল নেতা ছিলেন এবং বার্ণবার জায়গায় তিনিই নেতা হতেন।

খ) মণ্ডলীর বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের নেতার প্রয়োজন ছিল।

গ) বার্ণবাকে ছাড়া পৌল ঈশ্বরের কাজ করতে পারতেন না।

আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি যে, বার্ণবা সৌভ্রাতৃত্ব প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ তিনি নিজেকে পৌলের স্থানে কল্পনা করে বন্ধুর মত তার সাথে ব্যবহার করেছেন। তিনি লোকদের ভয় না করে অবিচল ছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে তার নিজের উপলব্ধিতে তিনি দৃঢ় ছিলেন। তার নেতৃত্বদানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি, তার নেতৃত্বের ক্ষমতা ভাগাভাগির মধ্যে। আরেকজন নেতাকে সাহায্য করতে তিনি একটুও কুন্ঠিত হন নাই। বার্ণবা জানতেন যে ঈশ্বরের পরিকল্পনায় পৌলের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। বার্ণবারও একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। মণ্ডলীর বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের নেতার প্রয়োজন হয়। (প্রেরিত ১১ঃ২২-৩০ পদ পড়ুন)

নেতৃত্বদানের নীতিগুলি ব্যবহার করা ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ পৌল যে নীতিগুলো শিখেছিলেন সেগুলি কিভাবে তিনি ব্যবহার করলেন তা ব্যাখ্যা করা।

বার্ণবা ও পৌল একত্রে একটি কার্যকারী দল গড়ে তুললেন। সুসমাচার প্রচার ও মণ্ডলী স্থাপনে তাদের একটি গৌরবময় পরিচর্যা বৃদ্ধি লাভ করে। নূতন নূতন কার্যকারী গড়ে তুলতে বার্ণবা সব সময়ই উৎযোগী ছিলেন, যার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই কয়েকজন ব্যক্তিকে আমরা দলে যুক্ত হতে দেখি। তাদের মধ্যে ছিল যোহন যাকে মার্ক নামেও ডাকা হতো (প্রেরিত ১২ঃ২৫)।

মার্কের জীবনে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করা গেলেও এই পরিচর্যা কাজ তার কাছে সমস্যা হয়ে দেখা দিল। সম্ভবতঃ যিরূশালেমের বন্ধুত্বপূর্ণ জীবনের কথাই তার ভাল মনে হয়েছিল এবং

যাত্রা পথের বিভিন্ন দুঃখ-কষ্টে তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। প্রথম সুসমাচার প্রচার অভিযানের মধ্য পথেই তাই তিনি দলত্যাগ করে বাড়ী ফিরে গিয়েছিলেন (প্রেরিত ১৩ ঃ ১৩)। পরে বার্ণবা তাকে ক্ষমা করে আরেকটি সুসমাচার প্রচার যাত্রার সাথে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পৌল তার সাথে একমত হন নাই (প্রেরিত ১৫ ঃ ৩৬-৩৯)।

এখানে মনে হয় পৌল যিনি প্রভুর পক্ষে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য এত বেশী আগ্রহী, তিনি যার জীবনে সমর্পনের অভাব রয়েছে তার জন্য ধৈর্য ধরতে রাজী নন। বার্ণবা অবশ্য একথা জানতেন যে, ঈশ্বরের লক্ষ্যের বেশীর ভাগই সম্পূর্ণ হয় তার লোকদের মাধ্যমে। মার্কের পিছনে দাঁড়িয়ে তিনি এই যুবক পরিচর্যাকারীকে সমর্থন দান করেছিলেন, ঠিক যেমন তিনি প্রয়োজনের সময় পৌলকে সমর্থন দিয়েছিলেন।

পৌল ও বার্ণবার মত বিরোধের ঘটনার মধ্যেও আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনা সিদ্ধ হতে দেখি। যদিও পৌল এই সময় মার্ককে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি তার মত পরিবর্তন করেছিলেন এবং সহকার্যকারী হিসাবে তাকে গ্রহণ করেছিলেন (কলসীয় ৪ ঃ ১০, ২ তীমথিয় ৪ ঃ ১১)। শুধু তাই নয় পৌল শীঘ্রই বার্ণবার আদর্শ অনুসরণ করতে শুরু করলেন। তিনি একজন যুবককে বেছে নিলেন যার জীবনে নেতৃত্বদানের বিরাট সম্ভাবনা ছিল এবং তাকে তিনি শিক্ষা ও পরিচালনা দান করতে থাকলেন। এই যুবকটি ছিলেন তীমথিয়।

যীশুর দ্বারা তার শিষ্যদের শিক্ষাদানের পর আমরা পৌল ও তীমথিয়ের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের একটি উপযুক্ত উদাহরণ দেখতে পাই। পৌলের বেলায় যেমন ঠিক তেমনি তীমথিয়কে ও যীহূদীদের কাছে সমর্থিত ও উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হতে হয়েছিল (প্রেরিত ১৬ ঃ ১-৩)। পিতা গ্রীক্ ছিলেন বলে তীমথিয় সমস্ত যিহূদী রীতি-নীতি অনুযায়ী জীবন-যাপন করেন নি। উদাহরণ স্বরূপ ঃ তিনি ত্বক্ছেদ প্রাপ্ত ছিলেন না। এই সময় ত্বক্ছেদ সম্পর্কে মণ্ডলীতে যথেষ্ট মত পার্থক্য ছিল। ত্বক্ছেদ বিহীন লোকদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করায় মহান প্রেরিত পিতর সমালোচিত হয়েছিলেন (প্রেরিত ১১ ঃ ১-৩)।

এই অবস্থায় পৌল হয়তো বলতে পারতেন, 'নিজের পরিচর্যা কাজ নিয়ে চিন্তা করাই আমার যথেষ্ট।" আরেকজন প্রচারককে সাহায্য ও সমর্থন দিতে গিয়ে দায়িত্ব ও সমস্যা এড়ানোর ঝুকিও তিনি এড়িয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। পৌল জানতেন যে, ঈশ্বর তীমথিয়কে আহ্বান করেছেন, কিন্তু তার বয়স ও তার পূর্ব পরিচয়ের কারণে হয়তো বা সে তার যোগ্যতাবলীর পূর্ণ ব্যবহার করতে পারবে না। যার ফলে তিনি তীমথিয়কে এই ধরনের পরামর্শ দিয়েছিলেন ঃ নেতৃত্বের স্থানে থাকা একটি মহৎ দায়িত্ব। তোমার সম্পর্কে ভাববাণী করা হয়েছে, কিন্তু তোমার যোগ্যতাগুলির সদ্ব্যবহার করতে এবং তোমার বিশ্বাসে স্থির থাকতে তোমাকেই চেষ্টা করতে হবে (১ তীমথিয় ১ ঃ ১৮-১৯, ৩ ঃ ১)।

তিনি তীমথিয়কে প্রাচীনদের রীতি-নীতি ও আচরণ মেনে নিতে উৎসাহিত করেছেন এবং সেজন্য দরকার হলে ত্বক্‌ছেদ করতে হলেও তিনি তাকে তা করতে বলেছেন, যেন বিবাদ ও বিতর্ক এড়ানো যায়। কিন্তু একই সময় পৌল বলেছেন, "তুমি যুবক বলে কেউ যেন তোমাকে তুচ্ছ না করে" (১ তীমথিয় ৪ ঃ ১২)।

সফল পরিচর্যার মধ্যেও পৌল কখনও একথা বলেননি যে, তিনি পৃথিবীতে ঈশ্বরের সুসমাচারের পরিকল্পনা সিদ্ধ করবার জন্য মনোনীত নেতাদের মধ্যে একজন মাত্র। তিনি বলেছেন, "ঈশ্বরই আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করেছেন এবং পবিত্র ভাবে জীবন কাটাবার জন্য ডেকেছেন। আমাদের কোন কাজের জন্য তিনি তা করেননি, বরং তার উদ্দেশ্য এবং দয়ার জন্যই করেছেন" ২ তীমথিয় ১ ঃ ৯। এই দয়ার বিষয় তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে তা জগৎ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল এবং যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়েছিল (২ তীমথিয় ১ ঃ ৮-১১ পদে প্রেরিত পৌল বলেছেন, "আর এই সুখবর জানাবার জন্যই আমাকে প্রচারক, প্রেরিত ও শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে।" নিজের অবস্থান সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত, পৌলের মত একজন মহান নেতা, কিভাবে একজন অল্প বয়স্ক নতুন নেতার সাথে নিজেকে একই পর্যায়ে বর্ণনা করতে পারেন,

তাকি আপনি কল্পনা করতে পারেন? ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও দয়ার মধ্যে এখন তুমিও একজন নেতা। পৌলের কথা এই অর্থই প্রকাশ করে। তিনি তীমথিয়কে বলেছিলেন, "তোমার নিকট যাহা গচ্ছিত হইয়াছে তাহা রক্ষা করো, তোমার অন্তরস্থ সেই অনুগ্রহ দান উপেক্ষা করিও না। এই সমস্ত বিষয়ে মনোযোগ দেও, তাহাতে নিবিষ্ট থাকো, যেন তোমার উন্নতি সকলের প্রত্যক্ষ হয়। অনুগ্রহ দান····· উদ্দীপিত করো" (১ তীমথিয় ৪ ঃ ১৪-১৫, ৬ ঃ ২০ ; ২ তীমথিয় ১ ঃ ৬ লক্ষ্য করুন)।

কিন্তু তিনি সেখানেই থেমে থাকেননি। তিনি এই যুবক নেতাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন যেন ঈশ্বরের কাজ চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সেও অন্যান্য নেতাদের গড়ে উঠতে সাহায্য করে ঃ ····· আমার মুখে যে সব শিক্ষার কথা তুমি শুনেছো, সেই শিক্ষা ধরে রাখবার জন্য তুমি তা এমন সব বিশ্বস্ত লোকদের দাও যাদের অন্যদের শিক্ষা দেবার যোগ্যতা আছে" (২ তীমথিয় ২ ঃ ২)।

৩। বার্ণবা সম্পর্কে এখানে কয়েকটি কথা লেখা হোল। নীচের উক্তিগুলির শূন্যস্থানে পৌল কিভাবে তার আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন তা লিখুন।

ক) বার্ণবা তার নেতৃত্ব পৌলের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে ইচ্ছুক ছিলেন।

.....

.....

খ) বার্ণবা পৌলকে ঈশ্বরের আহুত লোক বলে গ্রহণ করেছিলেন।

.....

.....

গ) অন্যদের সামনে পৌলকে সমর্থন দানের জন্য বার্ণবা তার নিজের প্রভাব ব্যবহার করেছিলেন।

.....

.....

ঘ) পৌলকে তার পরিচর্যা শুরু করতে বার্ণবা সাহায্য করেছিলেন।

.....

.....

নেতারা আহুত ও গঠিত ঃ

নেতার আহ্বান ও গঠনের ব্যাখ্যা ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ আহ্বান ও গঠনের উদাহরণগুলি চিনতে পারা।

পৌল তার আহ্বান সম্পর্কে প্রায়ই দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানতেন এক বিশেষ পরিচর্যার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর তাকে মনোনীত করেছেন। সম্ভবতঃ আমাদের অন্যান্য পাঠ্যক্রমে আপনি পরিচর্যার দানগুলি সম্পর্কে পাঠ করেছেন। ঈশ্বর মণ্ডলীতে বিভিন্ন ধরনের নেতাদের দান করেছেন যেন বিভিন্ন ধরনের পরিচর্যা সাধিত হয়। এদের মধ্যে ভাববাদী, পালক ও শিক্ষকরাও রয়েছেন। পৌলের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান লক্ষ্য করেই প্রথমে বার্ণবা তাকে গ্রহণ করেছিলেন। পৌলকে সমর্থন দানের সময় এই কথাই তিনি অন্যদের কাছে বলেছিলেন। বার্ণবা যে শুধুমাত্র একজন নতুন বিচক্ষণ নেতাকে তাদের কাছে পরিচয় করে দিয়েছিলেন তা নয়। তিনি এই নিশ্চয়তা তাদের দিয়েছিলেন যে, তিনি পৌলের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান লক্ষ্য করেছেন। পরিচর্যার ভিত্তি অথবা মূল-স্বরূপ তিনি তার এই আহ্বানকে তার জীবনের উপর ঈশ্বরের দাবী বলে মেনে নিয়েছিলেন।

আমরা দেখেছি যে পৌল, তীমথিয়ের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান লক্ষ্য করেছিলেন। নতুন প্রস্ফুটিত এই নেতাটি যেন নবীন কোমল একটি চারার মত, যাকে বৃদ্ধি পেতে, শক্তিশালী হতে এবং পরিপক্ক হতে হবে। নেতৃত্বের গুণাবলী গুলির উন্নতি সাধনের, আত্মিক জ্ঞান ও লোকদের সম্পর্কে জ্ঞানের বৃদ্ধির ও বিচার বিবেচনায় পরিপক্কতার প্রয়োজন তীমথিয়ের ছিল। নেতৃত্বের ক্ষমতার উন্নতি সাধনে তাই পৌল তীমথিয়কে অনেক বাস্তব পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু তীমথিয় যে তার নেতৃত্বদানের ক্ষমতা ঐশ্বরিক ভাববাণীর মাধ্যমে পেয়েছেন এই ঘোষণা দিয়েই তিনি প্রথমে শুরু করেছিলেন (১ তীমথিয় ৪ ঃ ১৪)। সুতরাং এই স্বর্গীয় ভাববাণীই ছিল তীমথিয়ের নেতৃত্বদানের ক্ষমতা সম্পর্কে পৌলের স্বীকৃতির ভিত্তি স্বরূপ।

অবশ্যই পৌল ও তীমথিয় পরিচর্যাকারী এবং প্রচারক ছিলেন। আমরা তাদেরকে ঈশ্বরের বিশেষ মনোনীত লোক বলে মনে করি। কিন্তু মণ্ডলীতে যারা প্রচারক নন, পূর্ণ সময়ের কার্যকারী নন এই ধরনের খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্পর্কে আমরা কি বলতে পারি? তারাও কি আহুত?

ঈশ্বরের পরিকল্পনার মধ্যে বিশেষ কতগুলি আহ্বান দেখা যায়। কার্যকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভাষাও আমরা লক্ষ্য করি। স্থানীয় মণ্ডলীতে এমন ধরনের পরিচর্যাকারীর প্রয়োজন যারা ঈশ্বরের আহ্বান পেয়েছে এবং আত্মিক নেতা হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। এ ধরনের লোকেরাই হলেন মণ্ডলীর পালক। এই লোকদের বিশেষ শিক্ষা লাভ করা এবং সুসমাচারের পরিচর্যায় পূর্ণ আত্ম-নিয়োগ করা দরকার। মণ্ডলীর সকল সদস্যদের তাকে সম্মান করতে হবে এবং স্থানীয় মণ্ডলীর সমস্ত বিষয়ে তার সাথে আলোচনা করতে হবে।

পূর্ণ সময়ের পরিচর্যাকারী ছাড়াও বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে মণ্ডলীর প্রকৃত বিশ্বাসীরাও আহুত হতে পারেন। তীমথিয়কে বলা পৌলের কথাগুলির মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, এমনকি আহুত ও বরদান প্রাপ্ত কার্যকারীদেরও শিক্ষা ও গঠনের প্রয়োজন রয়েছে। এর থেকে আমরা এই ধারণাই লাভ করি যে, সব খ্রীষ্টিয় নেতারা আহুত ও গঠিত। ঈশ্বরের কাজে যদি আমরা আমাদের পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমাদের নীচের গুরুত্বপূর্ণ কাজ দুইটি করতে হবে ঃ

১। আমাদের ও অন্যান্যদের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানের গুরুত্ব বুঝতে হবে।

২। আমাদের নিজেদের দানগুলির উন্নতি সাধন করতে হবে এবং অন্যদের সেই কাজে সাহায্য করতে হবে।

৪। তীমথিয়কে বলা পৌলের কথাগুলির মধ্যে থেকে নীচে কতগুলি উল্লেখ করা হোল। এর মধ্যে যেগুলি গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে সেগুলির সামনে ১ এবং যেগুলি আহ্বান ও গঠন এই উভয় সম্পর্কে বলা হয়েছে সেগুলির সামনে ২ লিখুন।

১। গঠন

২। আহ্বান ও গঠন

.....ক) "ঈশ্বর ভক্তির অভ্যাস করো" (১ তীমঃ ৪ ঃ ৭)

.....খ) "সেই দান তুমি অবহেলা করো' না" (১ তীমঃ ৪ ঃ ১৪)

.....গ) "তোমার নিজের বিষয়ে এবং তোমার শিক্ষার বিষয়ে সতর্ক থাক" (১ তীমঃ ৪ ঃ ১৬)

.....ঘ) "একচোখা হয়ে কোন কাজ করো না" (১ তীমঃ ৫ ঃ ২১)

.....ঙ) "তোমার নিকট যাহা গচ্ছিত হইয়াছে তাহা রক্ষা করো" (১ তীমঃ ৬ ঃ ২০)

৫। সত্য উক্তিগুলির পাশে দাগ দিন।

ক) নেতৃত্বের আহ্বান কথাটি এমন ধরণের আহ্বানের কথা বলে, যা ঈশ্বরের সন্তান হবার ও তাঁর পরিচর্যায় অংশ নেবার জন্য সকলকে দেওয়া হয়েছে ঃ

খ) নেতৃত্বের আহ্বান একজন খ্রীষ্টিয়ান নেতার নেতৃত্বদানের পরিচর্যার মূল ভিত্তি স্বরূপ।

গ) ঈশ্বরের আহ্বান ও কিছু দৃশ্য গুণাবলী লাভ করলে একজন নতুন নেতা কার্যকারী বা সফল নেতা হবার জন্য উপযোগী সব কিছুই পেয়েছে বলতে হবে।

ঘ) যে নেতা ঈশ্বরের আহ্বান দ্বারা পৃথকিকৃত হয়েছে এবং যে প্রকৃতই ঈশ্বরের জন্য ব্যবহৃত হতে চায় সে তার জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য সারা জীবন ব্যাপী এক গঠন প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করে।

৬। নীচের প্রত্যেকটি শাস্ত্রাংশ পড়ুন এবং এগুলির সাথে দেওয়া প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিন।

ক) ইফিষীয় ৪ ঃ ১১-১৬ পদ। ঈশ্বর তার লোকদের পরিচর্যার দানগুলি কেন দেন ? ....

খ) ১ করিন্থীয় ১২ ঃ ৪-১২ পদ। দানগুলি কাদের দেওয়া হয় ? ...
....

দানগুলি কেন দেওয়া হয় ? ....
....

গ) রোমীয় ৮ ঃ ২৯ পদ। ঈশ্বর, কি হবার জন্য বিশ্বাসীদের পূর্বের থেকে নিরূপিত করে রেখেছিলেন ? ....
....

ঘ) ইফিষীয় ১ ঃ ৪-৫, ১১-১২ পদ। ঈশ্বর, কি হবার জন্য বিশ্বাসীদের পূর্বের থেকে নিরূপিত করে রেখেছিলেন ? ....
....

ঙ) ২ পিতর ৩ ঃ ১৮ পদ। বিশ্বাসীদের কি করবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ? ....
....

নেতার গঠন পরীক্ষা ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ নেতৃত্ব গঠন সম্পর্কে সঠিক বাক্যগুলি চিন্‌তে পারা।

নেতৃত্ব গঠনের গুরুত্ব বুঝতে হলে আপনাদেরকে নেতা কথাটির তাৎপর্য অবশ্যই বুঝতে হবে। আমরা জানি যে, বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য ঈশ্বর বিভিন্ন লোকদের আহবান করে থাকেন। ঈশ্বরের দ্বারা আহুত ও ব্যবহৃত এই সব লোকেরাই যে প্রকৃত নেতা ছিলেন তা নয়। অবশ্য তারা বিশিষ্ট লোক ছিলেন। এদের মধ্যে রয়েছেন ভাববাদীরা। বাপ্তিস্মদাতা যোহন ও যিশাইয় এই ধরনের দুইজন ভাববাদী। তারা অনেক লোককে সাহায্য করেছেন এবং প্রভুর গৌরব বহন করেছেন। তাদের প্রধান পরিচর্যা, অন্যদের সাথে কাজ করার চেয়ে বরং ঈশ্বরের বাক্য লোকদের জানানোর সাথেই বেশী জড়িত।

এই ধরনের বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে কেউ কেউ আবার অলৌকিক কার্যকারী ছিলেন। লোকেরা তাদের খুবই সম্মান করতো। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই, লোকদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতেন এবং ঈশ্বরের কাজে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করতেন। তাদের মৃত্যুর

পর স্বাভাবিকভাবেই ক্রমশঃ তাদের জনপ্রিয়তা কমে আসতো এবং নিজেদের বিষয়ে উৎযোগী থাকার ফলে তারা খুব কম অবদানই রেখে যেতে পারতো। পরবর্তী সময়ে কাজ চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তারা সাধারনতঃ কাউকে প্রস্তুত করতেন না, সুতরাং তাদের গড়া কোন কাজ অচিরেই বিনষ্ট হয়ে যেতো।

এই বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে আরো কেউ কেউ ছিলেন কর্তা বা পরিচালক স্বরূপ। কাজ সমাধান হোল কি না হোল এই বিষয়েই তারা বেশী আগ্রহী ছিলেন। তারা ক্ষমতাবান বলে অন্যদের কাছ থেকে বাধ্যতা আশা করতেন। তারা কিছু কিছু বিশেষ উদ্দেশ্যও সাধন করেছেন। বেশ কিছু কাজ তারা সম্পূর্ণ করেছেন। কিন্তু যে লোকেরা তাদের অধীনে কাজ করেছেন তারা আনন্দের সাথে তা করেননি, আগ্রহ লাভ করেননি এবং ভবিষ্যৎ-এ বড় কোন কাজ করবার জন্য প্রেরণা বা দক্ষতা অর্জন করতে পারেন নি।

যদি সত্যিই আপনি একজন ভাল নেতা হতে চান, তাহলে আপনার সবচেয়ে যে বড় দানটি থাকতে হবে তা হোল আপনি আন্তরিক ভাবেই লোকদের ভালবাসবেন, ও তাদের সম্মান করবেন এবং প্রভুর পরিচর্যায় তাদের সাথে একত্রে কাজ করবেন। আপনি লক্ষ্য করেছেন পৌল তীমথিয়কে চিঠি লিখবার সময় দুইভাবে তা লিখেছেন। কোন একটা বাক্যে হয়তো তিনি তীমথিয়কে তার জীবন যাপন ও আচরণ সম্পর্কে নির্দেশ দান করেছেন। এর পরেই তিনি তাকে অন্যদের কি বলতে হবে সে বিষয়ে বলেছেন। এর দ্বারা পৌল তীমথিয়কে ও অন্যান্য যারা তার পত্রাবলী পড়বে তাদেরকে এটিই দেখাতে চাচ্ছেন যে, একজন নেতা তার কাজ ও লোকদের সম্পর্কে সব সময় সজাগ থাকে। একজন নেতা সব সময়ই শিক্ষালাভ করেছেন ও বৃদ্ধি পাচ্ছেন এবং অন্যদের শিক্ষা পেতে ও বৃদ্ধিলাভে সাহায্য করছেন।

পৌলের চিঠি থেকে কতগুলি উদাহরণ ঃ

তীমথিয়কে শিক্ষা লাভ করার জন্য ঃ পরীক্ষাসিদ্ধ হবার জন্য চেষ্টা করো।

তীমথিয়কে শিক্ষাদান করার জন্য ঃ	ভক্তি, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য মূল্যবান।
তীমথিয়কে শিক্ষালাভ করার জন্য ঃ	বাক্যে, আচার-ব্যবহারে, প্রেমে, বিশ্বাসে ও শুদ্ধতায় বিশ্বাসীবর্গের আদর্শ হও।
তীমথিয়কে শিক্ষাদান করার জন্য ঃ	অধ্যক্ষ অনিন্দনীয় হবেন। যদি তিনি নিজের ঘর শাসন করতে না জানেন, তাহলে কিভাবে মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান করবেন ?
তীমথিয়কে শিক্ষালাভ করার জন্য ঃ	ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিহীন, গল্প-কথা থেকে দূরে থাকো।
তীমথিয়কে শিক্ষাদান করার জন্য ঃ	ঝগড়া, তর্ক-বিতর্ক এবং অনবরত গোলমাল থেকে লোকেরা যেন পৃথক থাকে, অথবা বাজে গল্প গুজব করে যেন সময় না কাটায়।
তীমথিয়কে শিক্ষালাভ করার জন্য ঃ	বৃদ্ধদের দোষ দেখাতে গিয়ে কড়া ভাষা ব্যবহার না করে, বাবার মত মনে ক'রে তাদের দোষ সংশোধন করো। কম বয়স্কদের ভাইয়ের মত এবং বৃদ্ধাদের মায়ের মত মনে করে ব্যবহার করো।
তীমথিয়কে শিক্ষাদান করার জন্য ঃ	নিজেদের পরিবারের দেখাশুনার মাধ্যমে লোকদের, তাদের বিশ্বাসের উপযুক্ত প্রয়োগ করা উচিৎ।

এই উদাহরণগুলি আমাদের কাছে সেই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি তুলে ধরে যে, একজন 'ভাল' নেতা কখনই তার সহ কার্যকারীদের থেকে দূরে থাকে না। আমাদের নিজেদের দক্ষতা বাড়ানোর সবচেয়ে উত্তম পথ হোল অন্যদের দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করা। তীমথিয়কে

কখনই এই নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে নির্দিষ্ট সময়ে নেতৃত্ব লাভ করার জন্য তাকে শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ করতে হবে। তাকে এই বাস্তব সত্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যে, প্রকৃত নেতারা সব সময়ই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন এবং লোকদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রক্ষা করেন।

৭। প্রত্যেকটি সঠিক উত্তরের পাশে "স" লিখুন। তারপর প্রত্যেকটি মিথ্যা উক্তি সংশোধন করে শূন্যস্থানে লিখুন।

ক) জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্ব একই কথা বুঝায় ....
....

খ) প্রকৃত নেতারা অন্যদের যোগ্যতাকে সম্মান করে থাকেন .....
....

গ) অন্যদের সাহায্য করতে হলে নেতাকে নিজের যোগ্যতাগুলির পূর্ণ উন্নতি সাধন করতে হবে..... .....
.....

ঘ) পৌলের নেতৃত্বদান ছিল অনেকটা কর্তা পদ্ধতির মত.....
.....

ঙ) সমস্ত মহান ও প্রভাবশালী লোকেরা যে প্রকৃত নেতা ছিলেন তা নয়
....

নেতারা অন্যদের গঠনে সাহায্য করেন ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ অন্যদের যোগ্যতা ও দানগুলির উন্নতি সাধনের জন্য নেতারা যে পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে থাকেন সেগুলি চিনতে পারা।

এই পাঠের প্রথম অংশে দেওয়া পালক মিনুসান ও হ্যাগোপের বিষয়টি আরেক বার লক্ষ্য করুন। এই বিষয়টি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বার্ণবা, পৌল ও তীমথিয়ের কাছ থেকে আমরা যা শিখেছি তা বর্তমান কালের নেতাদের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর এখনও লোকদের মধ্যদিয়ে কাজ করেন এবং এখনও শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে লোকদের আহ্বান ও গঠন করা হয়। কাজ বৃদ্ধির সাথে সাথে পালক মিনুসানের মত নেতারা সাহায্যকারীদের প্রয়োজন দেখতে

পান। হ্যাগোপের মত উৎসর্গীকৃত বিশ্বাসীরা তাদের জীবনে ঈশ্বর সম্পর্কে বুঝতে পারেন এবং নেতৃত্বদান ও কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ঈশ্বরের কাজ যতই এগিয়ে যেতে থাকে, প্রয়োজন ততই বাড়তে থাকে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে নেতাদের বেছে নেওয়া হয়। কিভাবে নতুন নেতাদের বেছে নিতে হবে এবং তাদের বৃদ্ধিলাভে সাহায্য করতে হবে তা অবশ্যই অভিজ্ঞ ও পরিপক্ক নেতাদের বুঝতে হবে। নতুন খ্রীষ্টিয়ানদের এবং যারা নেতৃত্বে একেবারে নতুন এসেছেন, তাদের অবশ্যই নির্দেশ ও পরিচালনা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হতে হবে। বর্তমানে আপনার দায়িত্ব যাই হোক না কেন পালক মিনুসান এবং হ্যাগোপের অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে।

একজন নেতা হিসাবে আপনি লক্ষ্যগুলি অর্জন করবেন তার মধ্যে সম্ভবতঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হোল অন্যদের নেতৃত্বদানের উন্নতি-সাধনে সাহায্য করা। উদাহরণ স্বরূপ, আপনি যদি একজন যুব নেতা হন তাহলে অন্যান্য যুবকদের আপনি সাহায্য করবেন যেন তারা তাদের পরিবারের অন্যান্যদের এবং তাদের স্কুল কলেজের বন্ধুদের মণ্ডলীতে নিয়ে আসে। আপনি যদি লোকদের নেতৃত্বদান করে থাকেন, তাহলে লোকদের এমন এক একজন নেতা হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করবেন যারা তাদের কর্মক্ষেত্রে এবং আবাসস্থলে নেতৃত্ব দিতে পারবে। প্রত্যেকটি খ্রীষ্টিয়ানেরই এভাবে কিছু না কিছু নেতৃত্বদান ও তার জন্য শিক্ষা গ্রহণের দরকার রয়েছে।

৮। শাস্ত্র এই শিক্ষা দেয় যে, খ্রীষ্টিয়ান নেতাদের অবশ্যই—

ক) তার অধীনস্থদের চেয়ে বয়স্ক হতে হবে।
খ) পালকীয় পরিচর্যার আহ্বান থাকতে হবে।
গ) অন্যদের সম্মান ও সাহায্য করতে হবে।
ঘ) নেতৃত্বের অধিকার পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

৯। সফল নেতারা নতুন নেতাদের গড়ে তুলবার প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারেন। তারা প্রায়ই সম্ভাবনাময় নেতাদের বেছে নিয়ে—

ক) তাদের নেতৃত্ব শিক্ষাদানের স্কুলে পাঠিয়ে দেন।
খ) কয়েক বছর ধরে তাদের লক্ষ্য ও বিচার বিবেচনা করেন।
গ) ব্যক্তিগতভাবে তাদের কার্য্যক্ষেত্রে শিক্ষা দান করেন।
ঘ) প্রচুর দায়িত্ব দিয়ে তাদের ভারগ্রস্থ করেন।

অন্যদের গঠনে সাহায্যের উপায়ঃ

লক্ষ্য ৬ঃ নেতৃত্বদানের কার্যকারী নীতিগুলি চিন্‌তে পারা।

নেতৃত্বদানের প্রথম আধুনিক বই যারা লিখেছিলেন তারা ব্যবসায়িক লক্ষ্য ও শিল্প উৎপাদনের ব্যাপারেই বেশী আগ্রহী ছিলেন। একজন নেতা বা "কর্ত্তার" ইচ্ছা পালন করার জন্য লোকদের নিয়োজিত করার উপায় সম্পর্কে এই বইগুলিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খ্রীষ্টিয়ান নেতারা এই বইগুলি পড়ে এর বেশ কিছু উপায় অনুসরণ করতে শুরু করেন। নেতৃত্বদানের সেই সময়ের শিক্ষাগুলোয় লোকদের পিছনে সব সময় লেগে থাকার নীতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। খ্রীষ্টিয়ান নেতারা প্রভুর কাজ উপযুক্ত রূপে করবার জন্য এতই আগ্রহী ছিলেন যে, কিভাবে লোকদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা লাভ করা যায় তা জানবার জন্য তারা উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। তারা লোকদের উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং যে লক্ষ্যগুলি অর্জন করা গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন সেই কাজে তাদের ব্যবহার করতেন।

বানিজ্য ও শিল্পের নেতা এবং সরকারী ও শিক্ষা বিভাগের নেতারাও এখন এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন যে, তাদের নেতৃত্বদানের পদ্ধতিগুলি আসলে তেমন কার্যকারী ছিল না। নেতৃত্বদানের নতুন ও উৎকৃষ্ট ধরনের পদ্ধতির আবিষ্কারের কথা তারা ঘোষণা করেছেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে এই নতুন পদ্ধতিগুলি, ঈশ্বরের মহান নেতাদের ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলির সাথে যথেষ্ট মিল রয়েছে যেগুলি বাইবেলে আমরা লক্ষ্য করে থাকি।

এই বইটি লিখবার শুরুতে বইয়ের লেখক, নেতৃত্বদানের সম্পর্কে এক বিশিষ্ট পরামর্শদাতার পরিচালিত দুই ঘন্টার একটি সেমিনারে যোগ দিয়েছিলেন। মনঃস্তত্ত্ব ও ব্যবস্থাপনার সমস্ত আধুনিক কায়দা কানুন তিনি ব্যবহার করলেন। নেতৃত্বদানের বেশ কতগুলি পরিস্থিতি

এবং সমস্যার কথা তিনি ব্যাখ্যা করলেন। আমরা আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছিলাম কখন তিনি আমাদের নেতৃত্বদানের পদ্ধতির কোন মহান আবিষ্কারের কথা বলবেন। কিন্তু হঠাৎ করেই তার কথার ফোয়ারা যেন শুকিয়ে গেল।

"অতএব" তিনি বললেন, "বিশেষ ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, শুধুমাত্র একটি পদ্ধতি রয়েছে যেটি প্রকৃতরূপে মৌলিক এবং কার্যকারী পদ্ধতি। আর এই পদ্ধতিটি নির্ভর করে লোকদের যত্ন নেওয়ার উপর।" লোকদের যত্ন নেওয়া। এই কথা শুনবার জন্য একজন নাম করা অধ্যাপকের ক্লাসে দুই ঘন্টা বসে থাকা এবং এর জন্য তাকে পারিশ্রমিক দেওয়ার তো কোনই প্রয়োজন ছিল না। আমরা কি আমাদের বাইবেল ক্লাসেই এই বিষয় শিখিনি? কেন অনেক সময় আমাদের খ্রীষ্টিয়ানদের এই কথা বুঝতে অসুবিধা হয় যে সমস্ত বাস্তব সত্যগুলি ঈশ্বরের সত্য। এমন কোন জ্ঞান, বা লোকদের সাথে কাজ করবার কোন কার্যকারী পদ্ধতি নেই, যার জন্য শাস্ত্রে আমরা তার কোন ভিত্তি খুঁজে পাই না।

১০। সমস্ত সত্য উক্তিগুলির পাশে দাগ দিন।

ক) নেতৃত্বদানের উপর আগে কালের লেখা বইগুলিতে লোকদের কাজ করানোর জন্য তাদের পিছনে লেগে থাকবার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

খ) লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে লোকদের সব সময় উদ্বুদ্ধ করতে হয় তারা সাধারনতঃ বেশী কাজ সম্পাদন করে থাকে।

গ) নেতৃত্বের আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, শুধুমাত্র একটি কার্যকারী মৌলিক পদ্ধতি রয়েছে ঃ লোকদের যত্ন নেওয়া।

ঘ) যখন কোন নেতা কাজ সম্পাদনের জন্য এবং তার লোকদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট যত্নশীল হন, তখন তিনি লোকদের মধ্যকার নেতাদের সাথে তার চিন্তা-ভাবনা আলোচনা করেন ; এর ফলে, তিনি দেখতে পান যে, তার কাজের ভার অনেকটা লাঘব হয়েছে, লক্ষ্যগুলি অর্জিত হচ্ছে এবং লোকদের প্রয়োজন মিট্‌ছে (যেভাবে মোশিও লক্ষ্য করেছিলেন)।

আসুন আমরা এসময় নেতৃত্বদানের কতগুলি উল্লেখযোগ্য লেখার মধ্যে দেওয়া নীতিগুলি লক্ষ্য করি। আমরা দেখতে পাব যে, এর সবগুলিই বার্ণবা ও পৌলের শিক্ষা ও আচরণের সাথে যথেষ্ট মিল রয়েছে। আপনি যাদের পরিচালনা করতে চান তাদের মধ্যকার গুণাবলী ও ক্ষমতা সম্বন্ধে আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। খ্রীষ্টিয় নেতৃত্বদান করবার সময় অন্য লোকের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান এবং ঐশ্বরিক দান বা ক্ষমতাগুলিকে আপনাকে মূল্য দিতে হবে।

লোকদের মধ্যকার পার্থক্য মেনে নিতে হবে। সমস্ত রকম পার্থক্যই যে সমস্যার কারণ এবং তা দূর করা ভাল তা মনে করবেন না। স্মরণ রাখবেন যে, পৌল ও তীমথিয়ের ভিন্ন ধরনের জীবন বৃত্তান্ত থাকলেও তাদের দু'জনকেই সাদরে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তাদের এই ভিন্নতা প্রভুর গৌরবার্থে ব্যবহৃত হয়েছিল।

লোকদের বিভিন্ন ধরনের যোগ্যতার উপযুক্ত ব্যবহার করতে সাহায্য করতে হবে। কার্যকারী ও নেতাদের মধ্যে তাদের সমর্থন করুন যেন তারা বুঝতে পারে যে, তাদেরকে গ্রহণ করা হয়েছে। যে যে ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজন রয়েছে সেগুলি দেখতে তাদের সাহায্য করুন। পৌলের সেই কথাগুলি স্মরণ করুন যেখানে তিনি পরজাতীয়দের কাছে প্রেরিত হওয়ার অপূর্ব সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন।

লোকদের কাছ থেকে আসলে কি আশা করা হচ্ছে তা বুঝতে তাদের সাহায্য করতে হবে। কোন্ পরিস্থিতিতে কি ধরনের ব্যবহার করতে হবে তা তাদেরকে বুঝিয়ে বা দেখিয়ে দিতে হবে যেন তারা সেইমত আচরণ করতে পারে। আপনার দাবী এবং কাজগুলির পিছনে যে কারণগুলি রয়েছে সেগুলি তাদের জানাতে হবে। নতুন লোকদের সাহায্য করুন যেন তারা দলের অতীত ইতিহাস, অন্যান্য পরিচয় ও বিশেষ নিয়ম কানুনের সাথে পরিচিত হতে পারে। স্মরণ করুন কিভাবে পৌল এই কাজ সম্পন্ন করেছিলেন তীমথিয়কে অতীত স্মরণ করিয়ে দিয়ে ও ভবিষ্যতের জন্য তাকে প্রস্তুত করবার মাধ্যমে। পৌল তীমথিয়কে তার চিঠির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলী এবং শিক্ষাদান করতেন।

লোকদের এই বিষয় বুঝতে দিতে হবে যে আপনি কার্যকারী হিসাবে নয় কিন্তু মানুষ হিসাবে তাদের যত্ন নিয়ে থাকেন। "যত্ন নেওয়া" কোন অতিলৌকিক ব্যবহার নয় কিন্তু এটি বাস্তব একটি পরিচর্যা। কথা বলায় যেমন ঠিক, কাজে ও আচরণেও তেমনি ঠিক হতে হবে।

ভাল কাজের প্রশংসা করতে হবে। অবশ্য এর মধ্যে বিশেষ সতর্কতাও অবলম্বন করতে হবে। ব্যক্তিগত ভাবে প্রশংসা না করাই ভাল। "আমি তোমাকে পছন্দ করি। তুমি খুব ভাল," এ ধরনের কথা বলবেন না। সেই মুহূর্তের জন্য সে খুশি হতে পারে, কিন্তু তার যোগ্যতা ও দানগুলির উন্নতিতে তা খুব কমই সাহায্য করে। কোন লোকের ক্ষমতা ও তার কাজকে আপনাকে নির্ভুল ভাবে পরিমাপ করতে হবে। কর্ম সম্পাদনে প্রকৃত সফলতার জন্য লোকদের স্বীকৃতি দেওয়া ও প্রশংসা করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রশংসা করার সবচেয়ে উপযোগী বাক্যগুলি অনেকটা এইরূপ "তোমার পরিকল্পনাটি খুবই চমৎকার ছিল, এর দ্বারা যথেষ্ট কাজ হয়েছে।"

অন্যদের উন্নতি যে আপনার নিজের কার্যকারীতা বাড়িয়ে দেয় তা বুঝতে হবে। ঈশ্বরের কাজে প্রতিযোগীতার কোন স্থান নেই। যখন কোন নেতা অন্য কাউকে বৃদ্ধি লাভে সাহায্য করতে ভয় পায় তখন সে তার নিজের ক্ষমতাকেই আরো দুর্বল করে ফেলে। নেতারা নিজেদের বড় করে তোলেন না বা ক্ষমতা প্রদর্শণের মাধ্যমে অন্যদের কাছে নিজেদের যোগ্য বলে প্রমানিত করেন না বা এভাবে তারা নিজেদের উপর আস্থাও গড়ে তোলেন না। যতক্ষন আমরা নিজেদের সর্বময় প্রভুর দাস বলে স্মরণ করি ততক্ষন ব্যক্তিসত্বা বা ব্যক্তি মূল্যবোধ সম্পর্কে আমাদের নিজেদের ধারণার অর্থ থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে ব্যক্তি মূল্যবোধ হোল অন্যেরা আমাদের প্রতি কিরূপ সাড়া দেয় তার ফল। ভাল খ্রীষ্টিয় ব্যক্তি মূল্যবোধ গড়ে তুলবার উপযুক্ত উপায় হোল অন্য কোন লোককে ঈশ্বরের কার্যক্ষেত্রে একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক হিসাবে তার ব্যক্তি মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করা। একজন নেতা তার নিজের প্রভাব ও কার্যকারীতা তখনই

বাড়িয়ে তুলতে পারে যখন সে উপযুক্ত কার্যকারী হিসাবে গড়ে উঠতে অন্যদের সাহায্য করে। যখন কোন নেতা তার ক্ষমতা বা স্থান সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং অন্যদের অবদানের উপযুক্ত মূল্য দিতে অসমর্থ হন, তখন তিনি ক্রমশঃই শক্তিহীন হতে থাকেন।

লক্ষ্য ও সিদ্ধান্ত ঠিক করবার সময় যতদূর সম্ভব অন্যদের সাহায্য নিতে হবে। আপনার লক্ষ্য অর্জনে অন্যদের কাজে লাগানোর চেষ্টা করার চেয়ে বরং এই লক্ষ্য যে তাদেরও, তা তাদের জানান। মুখে এটি জানালেই যে সব হয়ে গেল তা নয়। আপনাকে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, এটি এমন কোন বিষয় নয় যেখানে আপনার পরিচর্যা কাজে তারা সাহায্য করতে আসছে। কিন্তু এটি হোল তাদেরই নিজেদের পরিচর্যা কাজ যার লক্ষ্যের সাথে আপনার লক্ষ্যের মিল রয়েছে। আপনি তখনই আপনার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন যখন তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন করবে। আপনি ও আপনার সহকর্মীরা তখন লক্ষ্য অর্জন করবেন যখন উভয় পক্ষের লক্ষ্যই অর্জিত হবে। সমষ্টিগত বা একটি দেহ হিসাবে কাজ করার এটিই মূলনীতি। যে খ্রীষ্টিয়ান নেতারা নিজেরাই সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং অন্যদের তার সেই পরিচর্যা কাজে লাগাতে চায় তারা যে অকৃতকার্য হবে তা নিশ্চিত করে বলা যায়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করতে যে নেতারা অন্যদের আহ্বান করেন তারা কৃতকার্য হয়ে থাকেন। তারা কখনই বলেন না, "আমার কাজ কর" তারা বলেন "আসুন আমরা সকলে মিলে প্রভুর কাজ করি।"

লোকদের জীবনে বাধ্যতা ও শৃংখলা গড়ে তুলতে সাহায্য করতে হবে। বেশীর ভাগ লোকই ভালভাবে কাজ করতে পারে যদি তাদের সুষ্ঠ ধারণা দেওয়া হয় এবং এমন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে যা তারা সহজেই বুঝতে পারে। কড়া নিয়ম-কানুন কোনই সাফল্য দিতে পারে না, কিন্তু সঠিক কাঠামো বা কার্যপদ্ধতি সাফল্য বয়ে আনে। একজন ভাল নেতা জানেন যে, কিভাবে পরকল্পনা করতে হবে, সময় সীমা এবং মান নিরূপণ করতে হবে এবং তার সহকর্মী ও বিষয়-বস্তুর মধ্যে সমন্বয় সাধন ও তাদের সংগঠন করতে হবে। কিভাবে পরিকল্পনা, সমন্বয় সাধন ও সংগঠন করতে হবে, সে বিষয়ে আমরা পরবর্তী পাঠে জানতে পারবো।

ধ্যান ও আত্ম-বিশ্লেষণের জন্য কতগুলি প্রশ্ন। কি কি দান ও যোগ্যতা আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে লাভ করেছেন বলে মনে করেন? নেতৃত্বদানের এই বইটিতে কি আপনি আপনার এই যোগ্যতা ও দান-গুলির উন্নতির জন্য সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার উপায় বলে মনে করেন? শাস্ত্রীয় উদাহরণ থেকে আপনি এমন কি শিখেছেন যা আপনাকে একজন ব্যক্তি ও একজন নেতা হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে? কাউকে সাহায্য করবার জন্য আপনার জ্ঞান বুদ্ধি ব্যবহার করবার কোন নির্দিষ্ট উপায়ের কথা কি আপনি চিন্তা করতে পারেন?

১১। প্রত্যেকটি সত্য উক্তির পাশে দাগ দিন।

ক) সত্যিকার ভাবে ব্যবহৃত হতে চাইলে, একজন নেতাকে অবশ্যই তার দলের লোকদের মধ্যকার যোগ্যতা ও গুণাবলী গুলির মূল্য দিতে হবে।

খ) প্রয়োজন মেটানো এবং বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন অবস্থার সাথে লোকদের যোগ্যতাগুলির সামঞ্জস্য বিধান করা নেতৃত্বের একটি অংশ স্বরূপ।

গ) আপনি যদি বার বার লোকদের প্রতি আপনার ভালবাসার কথা প্রকাশ করেন তাহলে তাদেরকে আপনার পদ্ধতি ও লক্ষ্য সম্পর্কে আর জানানোর দরকার হয় না, তারা নিজেরাই সব বুঝে নেবে।

ঘ) কোন লোকের ভাল কাজের প্রশংসা করতে হলে অন্যদের সামনে বা অন্যান্য কর্মচারীদের উপস্থিতিতে না করে গোপনে ব্যক্তিগত ভাবেই তা করা উচিত।

১২। নেতারা যখন অন্যদের নেতৃত্বদানের ক্ষমতা বৃদ্ধির সাহায্য করেন তখন তাদের নীচের কোন্ বিষয়টি বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে?

ক) অন্যদের যোগ্যতাগুলির বৃদ্ধিলাভে যখন নেতারা সাহায্য করেন, তখন তাদের নিজেদের প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই কমে আসবে।

খ) অন্যদের পরামর্শ বা অবদান অবহেলা করলে নেতারা বহুদিন যাবৎ অন্যদের উপর তাদের ক্ষমতা বহাল রাখতে পারেন।

গ) নিজেকে বড় করে তুলে এবং ক্ষমতা দেখিয়ে কাজ করবার মাধ্যমে নেতারা অন্যদের কাছে নিজেদের যোগ্য বলে প্রমাণিত করেন।

ঘ) অন্য কোন লোকের আত্মজ্ঞান বা তার আত্ম-ধারণা বৃদ্ধি লাভে সাহায্য করবার মাধমে একজন নেতা তার নিজের প্রকৃত ব্যক্তি-মূল্যবোধ বা আত্ম-ধারণা গড়ে তোলেন।

১৩। নীচের একটি বাদে অন্য সবগুলিই নেতৃত্বদানের নীতিগুলো বর্ণনা করে। কোন্‌টি নেতৃত্বদানের কার্যকারী নীতি নয় ?

ক) একজন প্রকৃত নেতা পরিকল্পনা স্থির করেন, সময়-সীমা ও মান নির্দিষ্ট করেন এবং তার অধীনে যত সম্পদ আছে সেগুলি সংগঠিত ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করেন।

খ) একজন উপযুক্ত নেতা সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করেন, সেগুলিকে কার্য-কারী ভাবে ব্যবহার করেন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী চলেন।

গ) যে নেতা সমস্ত সিদ্ধান্তগুলি নিজে গ্রহণ করেন এবং সমস্ত দায়িত্ব নিজের বলে মনে করেন ও কড়া শৃংখলার মাধ্যমে সব কাজ করতে চান, তিনি তার নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে অন্যদের উৎসাহিত করতে পারেন।

ঘ) বুদ্ধিমান নেতা অন্যদেরকেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ গ্রহণ করতে আহ্‌বান করেন, এভাবে তিনি তার ব্যক্তিগত নয় কিন্তু সার্বজনীন লক্ষ্য স্থাপন করেন।

পরীক্ষা—৩

১। একজন সম্মানিত ও উপযুক্ত নেতা হিসাবে বার্ণবা নেতৃত্বদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রকাশ করেছেন ঃ তিনি তার ক্ষমতার প্রভাব ব্যবহার করেছেন—

ক) তার সমর্থিত নীতিগুলির অনুমোদন লাভের জন্য।

খ) অন্যদের যোগ্যতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে।

গ) তার পরিবারের সদস্যদের উঁচু পদগুলি লাভ করতে।

ঘ) তার ক্ষমতা ও সম্মানের স্থান যেন তিনি কখনও না হারাণ তা নিশ্চিত করতে।

২। পৌল ও বার্ণবা যথেষ্ট ভিন্ন ধরনের লোক ছিলেন। এই সত্যটি নেতৃত্বদানের আরেকটি নীতির কথা প্রকাশ করে তাহলো—

ক) যে কোন নেতার কার্যকারীতা প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ।

খ) অল্প বয়স্ক নেতারা যারা প্রচুর শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে, তারা সাধারণতঃ উপযুক্ত নেতা হয়।

গ) মণ্ডলীর বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনের জন্য বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্বের প্রয়োজন।

ঘ) অল্প কয়েকজন ভাল নেতা পাবার জন্য অনেক নেতাকে প্রস্তুত করা দরকার।

৩। মার্কের প্রত্যাখ্যানের ঘটনায় আমরা লক্ষ্য করি যে, পৌল তার কর্মজীবনে প্রথম অবস্থায় কাজ সম্পাদনের বিষয়েই বেশী আগ্রহী ছিলেন। বার্ণবা কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন যে, পরিচর্যার সুদূর-প্রসারী ফল লাভ নির্ভর করে—

ক) অপেক্ষাকৃত কম উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা করার মধ্যে।

খ) সেই ধরনের নেতাদের গড়ে তোলার মধ্যে যারা তাদের শিক্ষকদের কার্যকারীতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলবে।

গ) এমন লোকদের গড়ে তোলার মধ্যে যারা তার মত বিশ্বাস করবে যে খ্রীষ্টিয় পরিচর্যার শর্তগুলি হবে সহজ সরল।

ঘ) সেই সমস্ত ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলবার মধ্যে যারা কম বয়স্ক নেতাদের দেখে ভীত হবে না।

৪। যীশু, বার্ণবা এবং পৌল এরা নেতৃত্বদানের যে চমৎকার বৈশিষ্ট স্থাপন করেছেন, নীচের কোন্ বাক্যটি তা সবচেয়ে ভালভাবে বর্ণনা করে?

ক) ব্যক্তিগত ভাবে নির্দেশ ও পরামর্শ দিয়েছেন, শিক্ষাগুরুকে লক্ষ্য করবার সুযোগ দিয়েছেন, শিক্ষাগুলি কাজে লাগানোর সুযোগ দিয়েছেন, ফলাফলগুলি বিচার করেছেন এবং দায়িত্ব বন্টন করে দিয়েছেন।

খ) কর্মক্ষেত্রে গিয়ে বিভিন্ন কাজ লক্ষ্য করবার মাধ্যমে শিক্ষালাভের সুযোগ দিয়েছেন।

গ) মতবাদ ও নেতৃত্বদান সম্পর্কে বার বার শিক্ষা দিয়েছেন, নীতি আদর্শ সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছেন, দায়িত্ব দান করেছেন এবং ফলাফল ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন।

ঘ) শিক্ষা-দীক্ষা ও আত্মিক জীবন লক্ষ্য করে লোকদের মনোনীত করেছেন, অল্প কিছুদিনের জন্য তাদের কাছে রেখেছেন, পরিচর্যায় নিয়োগ করেছেন এবং সময় সুযোগ অনুযায়ী ফলাফল বিচার করেছেন।

৫। নেতৃত্বদান সম্পর্কে পৌলের বৈশিষ্ট আমরা স্পষ্ট ভাবেই দেখতে পাই যে তিনি—

ক) নেতৃত্ব দেওয়ার স্থান লাভের জন্য লোকদের সাহায্য করেছেন, কিন্তু কিভাবে নেতৃত্বদান শুরু করতে হবে সে বিষয় তাদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

খ) যাদের মধ্যে নেতৃত্বদানের সম্ভাবনা দেখেছেন তাদের সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং আহত লোকদের কাজ শুরু করতে সাহায্য করেছেন।

গ) আহ্বানে সাড়া দেবার পুরো দায়িত্ব লোকদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

ঘ) একেবারে শেষ জীবনে এসে নেতাদের গড়ে তুলবার বিষয়ে মনোযোগী করেছেন।

৬। "নেতারা আহত ও গঠিত" এই কথাটির প্রকৃত অর্থ হোল—

ক) কোন্ নেতার গঠন থেকে তার আহ্বান আরো গুরুত্বপূর্ণ।

খ) স্বর্গীয় আহ্বানের তুলনায় শিক্ষা গ্রহণ তত গুরুত্বপূর্ণ নয়।

গ) নেতৃত্বদান ঈশ্বর ও মানুষের দু'জনেরই সমান দায়িত্ব।

ঘ) একজন নেতা তার নেতৃত্বদানের অধিকার লাভ করেন তার "আহ্বান" থেকে ; অন্যদিকে, কার্যকারী নেতৃত্বদানের যোগ্যতা তিনি লাভ করেন তার গঠন থেকে।

৭। ঈশ্বরের সর্বময় কাজের ফলেই যে খ্রীষ্টিয়ান নেতারা তাদের নেতৃত্বের আহ্বান লাভ করেছেন, এই কথা বুঝবার পর, অন্যান্য নেতাদের এবং খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর উচিৎ—

ক) আহুতদের বাইরে ছড়িয়ে পড়তে এবং তাদের আহ্বানের শর্ত পালন করতে তাদের উৎসাহিত করা।

খ) সম্ভাবনাময় এই সব নেতাদের জন্য নেতৃত্বদানের ক্লাস শুরু করা এবং তাদের ব্যবস্থাপনা শিক্ষা দান করা।

গ) তাদের জন্য এমন কর্মস্থল ও পরিবেশের বন্দোবস্ত করা যেখানে তারা অভিজ্ঞ নেতাদের অধীনে তাদের যোগ্যতার ব্যবহার ও উন্নয়ন সাধন করতে পারবেন।

ঘ) তাদের এমন ধরনের স্কুলে পাঠান যেখানে তারা নেতৃত্বদানের কলা-কৌশলগুলি শিখতে পারবে।

৮। আহবান এবং গঠন এই বিষয় দুইটি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আমরা যদি প্রভুর পক্ষে আমাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করতে চাই, তাহলে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানের গুরুত্ব আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে এবং—

ক) এভাবেই আমাদের নিজেদের দানগুলি উন্নতি লাভ করবে।

খ) অন্যদের জীবনেও তা স্বীকার করতে হবে এবং তাদের নিজেদের দানগুলির উন্নতি সাধনে তাদের সাহায্য করতে হবে।

গ) অন্যদের পরিচর্যা ও তাদের দানগুলির উন্নতি সাধনে সাহায্য করার মাধ্যমে এর পরিপূর্ণতা আনতে হবে।

ঘ) অন্যদের জীবনেও তা স্বীকার করতে হবে এবং আমাদের নিজেদের দানগুলির বৃদ্ধি সাধন ও অন্যদের দানগুলি বৃদ্ধি সাধনে তাদের সাহায্য করতে হবে।

৯। নীচের কোন্ বাক্যটি একজন প্রকৃত নেতার থেকে একজন অ-প্রকৃত নেতার মধ্যেকার পার্থক্য সঠিকভাবে বর্ণনা করে?

ক) অ-প্রকৃত নেতারা ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং কাজের ধারা বজায় রাখবার জন্য তারা খুব কম সময়েই পরিকল্পনা করে থাকে।

খ) কর্মকর্তার কাজ সম্পাদনের বিষয়েই বেশী আগ্রহী এবং লোকদের প্রয়োজন ও অন্যান্য অনুভূতি গুলির প্রতি খুব কমই যত্নশীল।

গ) প্রকৃত নেতারা কাজ ও কার্যকারী দুই বিষয়েই সমান আগ্রহী ; তারা নিজেরা বৃদ্ধি পেতে চান এবং অন্যদের বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করেন।

ঘ) "ক" ও "গ" উত্তর দুইটি পার্থক্যগুলি সঠিকভাবে বর্ণনা করে।

ঙ) "ক", "খ" ও "গ" এই তিনটি বাক্যই পার্থক্যগুলি সঠিকভাবে বর্ণনা করে।

১০। নেতৃত্বদানের উপর লেখা আগের কালের বইগুলোয় কর্মকর্তাদের ইচ্ছা সিদ্ধ করা ও তাদের লক্ষ্যগুলি অর্জন করবার জন্য লোকদের পিছনে লেগে থাকার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বর্তমান কালের বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এ পদ্ধতি ঃ—

ক) খুবই কার্যকারী ছিল এবং আশানুরূপ ফলও উৎপন্ন করতো।

খ) ভালভাবে কাজ করেনি।

গ) একেবারেই ফলহীন ছিল।

ঘ) সেই সময়ের জন্য সম্ভবতঃ কার্যকারী ছিল।

১১। বর্তমানকালের গবেষণায় দেখা যায় যে নেতৃত্বদানের একমাত্র কার্যকারী বা মূল পদ্ধতিটি হলো সেইটি যেটি ঃ—

ক) সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছানুযায়ী নেতৃত্ব দিতে বাধ্য করে।

খ) পরিচালনার ক্ষেত্রে সমতার উপর গুরুত্ব দান করে।

গ) ক্ষমতার প্রভাব ব্যবহার করবার উপর নির্ভর করে।

ঘ) লোকদের প্রতি যত্নের উপর নির্ভরশীল।

১২। নীচের একটি বাদে অন্য সবগুলি নেতৃত্বদানের নীতি, নেতৃত্বদানের উপর লেখা সেরা বইগুলি থেকে নেওয়া হয়েছে। সেইটি কোনটি ?

ক) "আপনি যাদের পরিচালনা করেন তাদের মধ্যকার গুণাবলী ও ক্ষমতা আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে।"

খ) "লোকদের মধ্যকার পার্থক্য মেনে নিতে হবে"।

গ) "লোকদের কাছ থেকে আসলে কি আশা করা হচ্ছে তা বুঝতে তাদের সাহায্য করতে হবে"।

ঘ) "সিদ্ধান্ত গ্রহণের বোঝা ও সমস্যা থেকে লোকদের মুক্ত রাখতে হবে"।

১৩। যাকোব নেতা গঠন করতে ভয় পায় কারণ যখন সে নতুন নেতা গঠন করে তখন দেখা যায় যে লোকে তার থেকে নতুন নেতার প্রতি বেশী মনোযোগ দান করে। নীচের কোন নীতিটি তার গ্রহণ করা উচিৎ ?

ক) লোকদের জানতে দেওয়া যে আপনি তাদের বিষয় চিন্তা করেন।
খ) এই কথা বুঝতে পারা যে অন্যদের গঠন করলে তার ফলে আপনার কার্যকারীতাই আরো বেড়ে যায়।
গ) যতদুর সম্ভব সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও লক্ষ্য নিরূপণে লোকদের সাহায্য নেওয়া।
ঘ) লোকদের বিভিন্ন যোগ্যতার উপযুক্ত ব্যবহারে তাদের সাহায্য করা।

১৪। একজন নেতা তার নিজের কার্যকারীতা ও প্রভাব বাড়িয়ে তোলে তখন যখন ঃ —

ক) তিনি অন্যদের সাহায্য করেন এবং উপযুক্ত কার্যকারীদের গড়ে তোলেন।
খ) তিনি কড়া ব্যবস্থাপনা ও নজর রাখবার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করেন।
গ) তিনি নেতৃত্বদানের বেশীরভাগ কাজ নিজে সম্পন্ন করেন এবং তার অধীনস্থদের শুধুমাত্র সাধারণ কাজ করতে দেন।
ঘ) তিনি লোকদের সাথে খোলাখুলি মেলামেশা করেন কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পূর্ণ নিজের অধীনে রাখেন।

১৫। লক্ষ্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সবচেয়ে ভাল উপায় হলো ঃ—

ক) অন্যদের আপনার লক্ষ্য অর্জনে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা।
খ) "পরিচর্যা" এই আখ্যা দিয়ে আপনার লক্ষ্যকে আড়াল করার চেষ্টা করা।
গ) একজন যত্নশীল লোক বলে নিজের সুখ্যাতি করা এবং তারপর লোকদের অনুরোধ করা "আসুন আমাকে সাহায্য করুন।"
ঘ) লক্ষ্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে লোকদের সহভাগীতা নেওয়া যেন আপনি সত্যিকারভাবে বলতে পারেন "এটি আপনাদের কাজ।"

চতুর্থ পাঠ অধ্যয়ন করা শুরু করার আগে আপনার প্রথম ভাগের ছাত্র রিপোর্ট সম্পূর্ণ করুন এবং আপনার শিক্ষকের কাছে উত্তর পত্র পাঠিয়ে দিন।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

৭। ক) মিথ্যা। (জনপ্রিয় নেতারা সব সময় ভাল নেতা নন)
খ) সত্য।
গ) মিথ্যা। (একজন ভাল নেতা সবসময়েই শিখতে ও গঠিত হতে থাকেন।
ঘ) মিথ্যা।
ঙ) সত্য।

১। আপনি হয়তো এই বিষয় কয়টি উল্লেখ করছেন ঃ সৌভ্রাতৃত্ব, অবিচলতা, নেতৃত্ব ভাগাভাগি করে নেওয়ার ক্ষমতা এবং দলীয় সদস্যপদ। অথবা ১ম পাঠে দেওয়া তালিকা থেকে অন্য গুণাবলীগুলিও আপনি লিখতে পারেন।

৮। গ) অন্যদের সম্মান ও সাহায্য করতে হবে।

২। খ) মণ্ডলীর বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের নেতার প্রয়োজন ছিল।

৯। গ) ব্যক্তিগতভাবে তাদের কার্যোক্ষেত্রে শিক্ষা দান করেন।

৩। ক) তীমথিয়ের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান লক্ষ্য করে পৌল তাকে একজন নেতা হিসেবে গড়ে তুলতে তার সময় দিয়েছিলেন।

খ) পৌলের পত্রে তিনি তীমথিয়ের আহ্বান সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন (১ তীমথিয় ৪ ঃ ১৪)

গ) রোমীয়দের কাছে পৌল তীমথিয়কে তার সহকর্মী হিসাবে উপস্থিত করেছেন (রোমীয় ১৬ ঃ ২১) করিন্থীয়দের পৌল এই নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে তীমথিয় ও তারই মতো ঈশ্বরের পক্ষে কাজ করছেন (১ করিন্থীয় ১৬ ঃ ১০।

ঘ) পৌল তীমথিয়ের জীবনে নেতৃত্বদানের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন, তাই তিনি একে সুসমাচার প্রচার দলের একজন সদস্য করে নিয়েছিলেন এবং তার এই সম্ভাবনাকে গঠন করতে শুরু করেছিলেন। (প্রেরিত ১৬ ঃ ১-৩)

১০। ক) সত্য।
খ) মিথ্যা।
গ) সত্য।
ঘ) সত্য।

৪। ক) ১) গঠন।
খ) ২) আহ্বান ও গঠন।
গ) ১) গঠন।
ঘ) ১) গঠন।
ঙ) ২) আহ্বান ও গঠন।

১১। ক) সত্য।
খ) সত্য।
গ) মিথ্যা।
ঘ) মিথ্যা।

৫। ক) মিথ্যা।
খ) সত্য।
গ) মিথ্যা।
ঘ) সত্য।

১২। ঘ) অন্য লোকের আত্মজ্ঞান বা তার আত্মধারণা বৃদ্ধি লাভে সাহায্য করবার মাধ্যমে একজন নেতা তার নিজের প্রকৃত ব্যক্তি মূল্যবোধ বা আত্ম-বিশ্বাস গড়ে তোলেন।

৬। ক) পরিচর্যার কাজে তাদের প্রস্তুত থাকার জন্য এবং আত্মিক পরিপূর্ণতা লাভে তাদের সাহায্য করবার জন্য।
খ) প্রত্যেক বিশ্বাসীকে সকলের সার্বিক মঙ্গলের জন্য।

গ) খ্রীষ্টের আকারে পূর্ণতা লাভ করার জন্য আত্মিক জীবনে পরিপক্ক হবার জন্য।

ঘ) তাঁর পবিত্র ও নির্দ্দোষ সন্তান হবার জন্য এবং তাঁর নামের গৌরব বয়ে আনবার জন্য।

ঙ) প্রভুর জ্ঞানে ও অনুগ্রহে বৃদ্ধি লাভ করবার জন্য এক কথায় আত্মিকভাবে পরিপক্ক হবার জন্য।

১৩। গ) যে নেতা, সমস্ত সিদ্ধান্তগুলি নিজে গ্রহণ করেন, সমস্ত দায়িত্ব নিজে বলে মনে করেন, এবং কড়া শৃংখলার মধ্যে সমস্ত কাজ করতে চান, তিনি তার নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে অন্যদের উৎসাহিত করতে পারেন।

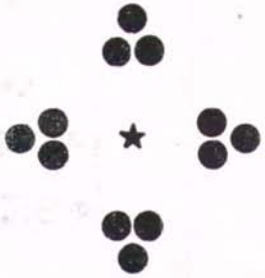

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজ

নেতারা কি করেন
এবং অন্যান্যদের তারা
কিভাবে কাজে লাগান

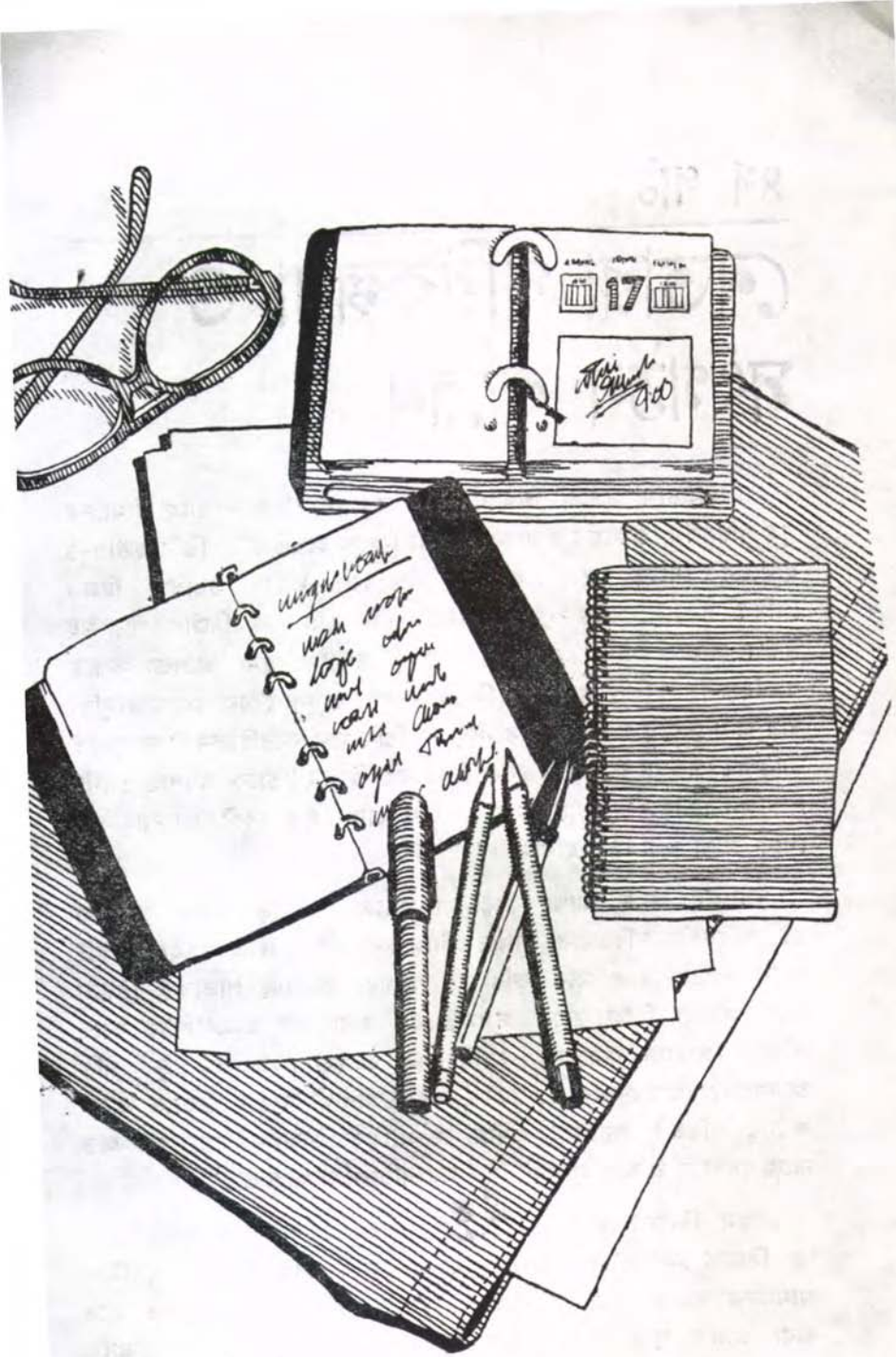
17